উন্নয়ন মেলা ২০১৭

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

রেলপথ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রেলওয়ে

তারিখ: ৯, ১০ ও ১১ জানুয়ারি ২০১৭

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ২৫ জুন ২০১৬ তারিখে
ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে আন্তঃনগর সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনের শুভ উদ্বোধন

১.০ ভূমিকা:

১.০১ রেলপথ মন্ত্রণালয়: রেলওয়েকে আধুনিক ও যুগোপযোগী গণ-পরিবহণ মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলাসহ রূপকল্প'২০২১ (Vision 2021) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার রেলওয়ের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ০৪ ডিসেম্বর ২০১১ পৃথক রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করে। রেল খাতের টেকসই উন্নয়ন এবং সেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রেল পরিবহণ চাহিদা মেটাতে রেলপথ মন্ত্রণালয় অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং সরকারি রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর রেলপথ মন্ত্রণালয়াধীন দুটি সংস্থা।

১.০২ বাংলাদেশ রেলওয়ে: রেলপথ মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে নিরবচ্ছিন্ন পরিবহণ সেবা প্রদানসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী পরিবহণ করে আসছে। বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে ১৫ নভেম্বর ১৮৬২ তৎকালীন ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কুষ্টিয়া জেলার দর্শনা থেকে জগতি পর্যন্ত প্রথম ৫৩.১১ কি:মি: ব্রডগেজ রেল লাইন চালু করে।

নিরাপদ ও তুলনামূলক কম খরচে পরিবহণ সেবা প্রদানে বাংলাদেশ রেলওয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এছাড়া তুলনামূলক কম পরিবেশ দূষণ, স্বল্প জ্বালানী খরচ ও দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি কম হওয়ায় রেলওয়ে অধিক জনপ্রিয় পরিবহণ মাধ্যম। বাংলাদেশের রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হলে জনসাধারণের যাতায়াত সহজতর হবে এবং পরিবহণ ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস পাবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, শিল্পায়নের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে এবং দারিদ্র হ্রাস সহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে রেলওয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। কালের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় প্রশাসনিক সংস্কার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে।

রেলওয়ে বর্তমান পরিবহণ চাহিদা মেটাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে কিন্তু অতীতে রেলওয়ের উন্নয়নে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। তাই এ খাতে উন্নয়নের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। সমন্বিত বহুমাতৃক যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলওয়ে দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ বা মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর রেলওয়ের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে নতুন রেল লাইন নির্মাণ, পুরাতন রেল লাইন পুনর্বাসন, মিটারগেজ লাইন ডুয়েলগেজে রূপান্তর, লোকোমোটিভ, যাত্রীবাহী কোচ ও মালবাহী ওয়াগন সংগ্রহ ও পুনর্বাসন, সিগনালিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, নুতন ট্রেন সার্ভিস চালুসহ বেশ কিছু সাফল্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে অধিকতর জনবান্ধব পরিবহণ মাধ্যম হিসেবে প্রতিভাত করেছে। টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ অর্জনসহ ২১শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমান সরকারের ধারাবাহিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে।

২.০০ বাংলাদেশ রেলওয়ের সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ:

২.০১ বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ রেলওয়ের অর্জিত সাফল্যের সার-সংক্ষেপ:

নতুন রেল লাইন নির্মাণ	২৩৬.৮৭ কিঃ মিঃ
মিটারগেজ রেল লাইন ডুয়েলগেজে রূপান্তর	২৪৮.৫০ কিঃ মিঃ
রেল লাইন পুনর্বাসন/পুন:নির্মাণ	১০৯০.৪৩ কিঃ মিঃ
স্টেশন বিল্ডিং নতুন নির্মাণ	৬৭ টি
স্টেশন বিল্ডিং পুনর্বাসন/পুন:নির্মাণ	১৬০ টি
নতুন রেল সেতু নির্মাণ	১৭৯ টি
রেল সেতু পুনর্বাসন/পুন:নির্মাণ	৫৯৭ টি
লোকোমোটিভ সংগ্রহ	৪৬ টি (২০ টি এমজি ও ২৬ টি বিজি) এবং ২০ সেট ডিইএমইউ।
যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ	২৩০ (১৩০টি বিজি ও ১০০টি এমজি)
যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন	২৮৮ টি (২১৪ টি এমজি ও ৭৪ টি বিজি)
মালবাহী ওয়াগন সংগ্রহ	৫১৬ টি এবং ৩০ টি ব্রেক ভ্যান।
মালবাহী ওয়াগন পুনর্বাসন	২৭৭ টি
সিগন্যালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ	৫৯ টি স্টেশন

সিগন্যালিং ব্যবস্থা পুনর্বাসন	৯ টি স্টেশন
নতুন ট্রেন চালুকরণ	১০৬ টি
বিদ্যমান ট্রেন সার্ভিস বর্ধিতকরণ	৩০ টি
হুইল লেদ মেশিন (ডুয়েলগেজ) স্থাপন	১ টি
বঙ্গবন্ধু সেতুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য লোড মনিটরিং ডিভাইস সংগ্রহ	২ টি
দুর্ঘটনা রিলিফ ক্রেন সংগ্রহ	২ টি
অনলাইন এবং মোবাইল টিকেটিং সার্ভিস	চালুকৃত
ট্রেন ট্র্যাকিং ও মনিটরিং সিস্টেম এবং হেল্প লাইন (১৩১)	চালুকৃত

২.০২. ২০০৯ থেকে ২০১৬ (নভেম্বর) পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দের চিত্র :

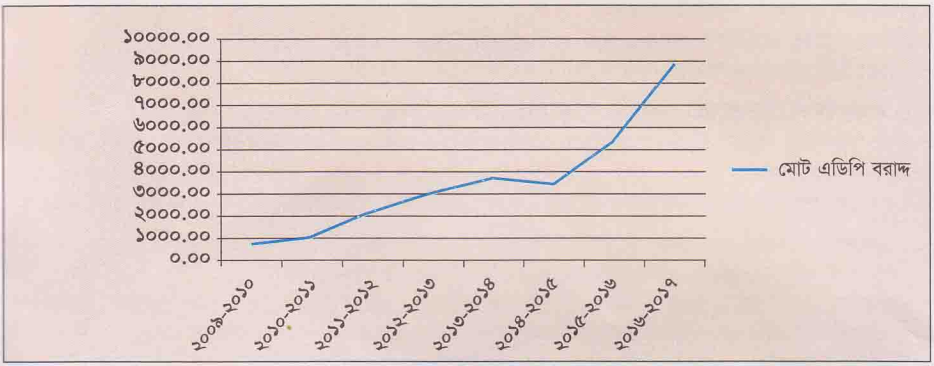

২.০৩ বর্তমানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে (২০১৬-২০১৭) বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪১টি বিনিয়োগ প্রকল্প (৫টি উপ-প্রকল্পসহ) এবং ০৭টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত ৪১টি বিনিয়োগ প্রকল্পের মধ্যে জিওবি অর্থায়নে ১৬টি, জেডিসিএফ অর্থায়নে ১টি, এডিবি অর্থায়নে ১০টি, জাইকা অর্থায়নে ২টি, ডিআরজিএ অর্থায়নে ২টি, এলওসি অর্থায়নে ৭টি, ইডিসিএফ অর্থায়নে ১টি, বিশ্বব্যাংক অর্থায়নে ১টি এবং চায়না অর্থায়নে ১টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এছাড়া এডিবি অর্থায়নে ৫টি ও বিশ্বব্যাংক অর্থায়নে ২টি মোট ৭টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প।
২. আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেল লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর।
৩. সিগন্যালিং সহ টঙ্গী-ভৈরববাজার পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণ।
৪. বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার।
৫. দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ।
৬. রেলওয়ে এপ্রোচসহ ২য় ভৈরব এবং ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ।
৭. খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ ।
৮. বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ।
৯. বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর-কাঞ্চন-পঞ্চগড় এবং কাঞ্চন-বিরল মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েল গেজে এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রড গেজে রূপান্তর।
১০. ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেল লাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেল লাইন নির্মাণ।
১১. পাহাড়তলী ওয়ার্কসপ উন্নয়ন ।
১২. বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৭০ টি মিটার গেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ।

১৩. বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১২০ টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ।
১৪. বাংলাদেশ রেলওয়ের ১০০ টি মিটার গেজ ও ৫০ টি ব্রড গেজ যাত্রীবাহী গাড়ি সংগ্রহ।
১৫. বাংলাদেশ রেলওয়ের কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশনের পুনর্বাসন এবং কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া নতুন রেলপথ নির্মাণ ।
১৬. পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা রেলপথ পুনর্বাসন ও নির্মাণ।
১৭. দর্শনা-ঈশ্বরদী সেকশনের ১১ টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়ন।
১৮. বাংলাদেশ রেলওয়ের আশুগঞ্জ-আখাউড়া সেকশনের ৩ টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ।
১৯. বাংলাদেশ রেলওয়ের ৫০ টি বিজি ও ৫০ টি এমজি যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন।
২০. ঈশ্বরদী থেকে পাবনা হয়ে ঢালারচর পর্যন্ত নতুন রেলওয়ে লাইন নির্মাণ ।
২১. বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন।
২২. বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের চিনকী আস্তানা-চট্টগ্রাম সেকশনের ১১ টি স্টেশনে বিদ্যমান সিগন্যালিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ।

৩.০ বাংলাদেশ রেলওয়ের ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনা:

৩.০১ বাংলাদেশ রেলওয়েকে আধুনিক, যুগোপযোগী গণ পরিবহণ মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এর পাশাপাশি রেলওয়ের ক্যাপাসিটি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা দূর করা না গেলে উন্নয়নের সুফল সম্পূর্ণরূপে পাওয়া সম্ভব হবে না। রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ৭ম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রেলওয়ের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি এবং আধুনিকীকরণের কর্মসূচী রেলওয়ের উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। ৭ম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

- ৮৫৬ কিঃমিঃ নতুন রেলপথ নির্মাণ।
- ১১১০ কিঃমিঃ ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ।
- ৭২৫ কিঃমিঃ বিদ্যমান রেলপথ পুনর্বাসন।
- রেল সেতু নির্মাণ, লেভেল ক্রসিং গেটসহ অন্যান্য অবকাঠামোর মানোন্নয়ন।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১০০টি লোকোমোটিভ, ০৪টি রিলিফ ক্রেন এবং ১টি লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগ্রহ।
- ১১২০টি যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ এবং ৬২৪টি ক্যারেজ পুনর্বাসন।
- আধুনিক রক্ষণাবেক্ষণ ইক্যুইপমেন্টস সংগ্রহ।
- ৮১টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন।
- রেলওয়ে ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন।

৩.০২ ২০ বছর মেয়াদী রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যানে ২০১০-২০১১ অর্থ বছর হতে ২০২৯-২০৩০ অর্থ বছর পর্যন্ত ২৩৩৯.৪৪ বিলিয়ন টাকা (ইউএস ডলার ৩০.০০ বিলিয়ন) ব্যয়ে মোট ২৩৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার লক্ষ্যে এডিবি'র অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান মাস্টার প্ল্যানটি সংশোধনের পদপেক্ষ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.০০ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মপরিকল্পনা: বাংলাদেশ রেলওয়ে নিম্নলিখিত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিবিধ কার্যকরী পদপেক্ষ গ্রহণ করেছে:

৪.১ রেলওয়ে নেটওয়ার্ক:

বাংলাদেশ রেলওয়ে কতিপয় কারণে যাত্রীসাধারণকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হচ্ছে না। বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত রেলওয়ে নেটওয়ার্ক ব্রিটিশ উপনিবেশকালে ব্রিটিশ-ভারত রেলওয়ের অংশ হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশ হতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রেলওয়ে নেটওয়ার্ক বর্তমানে পরিবর্তিত ট্রাফিক ফ্লোর চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে না। বর্তমান ট্রাফিক চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে রাজধানীমূখী রেলওয়ে নেটওয়ার্ক স্থাপন/পরিবর্তন, চট্টগ্রাম বন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ শহরের মধ্যে দূরত্ব কমানো এবং রেলওয়ে নেটওয়ার্ক বহির্ভূত গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ সংযুক্ত করা প্রয়োজন।

"খুলনা-মংলা রেল সংযোগ নির্মাণ", "ঈশ্বরদী-ঢালারচর রেলপথ নির্মাণ","পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা রেলপথ নির্মাণ", "কালুখালী-কাশিয়ানী রেলপথ নির্মাণ" ইত্যাদি চলমান প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে রেলওয়ের বিদ্যমান নেটওর্য়াক বর্ধিতকরণ/পুনঃচালুকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ৭ম-পঞ্চবার্ষিক

পরিকল্পনায় কিছু মেগা প্রকল্প যেমনঃ "পদ্মা সেতু রেল সংযোগ","দোহাজারী-কক্সবাজার এবং রামু -গুনদুম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ", "ঢাকা-কুমিল্লা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেস রেলপথ" ভাঙ্গা-বরিশাল-পায়রা সমুদ্র বন্দর রেল সংযোগ নির্মাণ", "মাতারবাড়ী/সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর রেলসংযোগ","কাশিয়ানী-টুঙ্গীপাড়া রেলপথ নির্মাণ" ইত্যাদি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকার ২০ বছর মেয়াদী মাস্টারপ্ল্যান (২০১০-২০৩০)-এর আওতায় পর্যায়ক্রমে সকল জেলা এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে রেল সংযোগের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৪.২ অপারেশনাল প্রতিবন্ধকতা:

৪.২.১ লাইন ক্যাপাসিটি'র সীমাবদ্ধতা: বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ করিডোরে বিদ্যমান সিঙ্গেল রেললাইন চরম অপারেশনাল সীমাবদ্ধতা, যা দ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন। বর্তমানে ঢাকা-চট্টগ্রাম ডাবল লাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় লাকসাম-চিনকী আস্তানা সেকশনে নির্মিত ৬১ কি:মি: ডাবল ট্র্যাক ১৮-০৪-২০১৫ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। এছাড়া, এডিবি ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় টঙ্গী-ভৈরব বাজার সেকশনে নির্মিত ৬৪ কি:মি: ডাবল ট্র্যাক ২৫-০২-২০১৬ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। রেলওয়ে এপ্রোচসহ ২য় ভৈরব এবং ২য় তিতাস সেতুর নির্মাণ কাজ ২০১৮ সালের মধ্যে শেষ করা হবে। এডিবি, ইআইবি ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় অবশিষ্ট আখাউড়া-লাকসাম সিঙ্গেল লাইন সেকশন (৭২ কি:মি:) ডাবল লাইনে উন্নীত করার কাজ চলমান রয়েছে, যা ২০২০ সালে শেষ হবে মর্মে আশা করা যায়। বাংলাদেশ সরকার পর্যায়ক্রমে সকল গুরুত্বপূর্ণ করিডোরে ডাবল লাইন নির্মাণ এবং সকল নতুন প্রকল্পের আওতায় ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নিমার্ণের বিবেচনায় ভূমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৪.২.২ বন্ধ ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টস: ভারতীয় রেলওয়ের সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের ৭টি ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টস রয়েছে, তন্মধ্যে ৪টি বন্ধ রয়েছে। ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টসমূহ পুনরুজ্জীবিত করা ও তিনটি ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট চালুর জন্য প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং গুনধুমে মায়ানমার বর্ডারের সাথে নতুন একটি ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। চলমান প্রকল্পসমূহ আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক রেলওয়ে পরিবহণ ব্যবস্থা সুসংহত করবে।

৪.২.৩ সেতু ক্যাপাসিটি'র সীমাবদ্ধতা: বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রথম বৃহৎ উন্নয়ন অর্জন যমুনা নদীর উপর নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতুতে রেল সংযোগ। কিন্তু সেতুর উপর মালামাল পরিবহনে লোড ও গতির সীমাবদ্ধতা একটি অপারেশনাল সীমাবদ্ধতা। বাংলাদেশ সরকার জাইকা'র আর্থিক সহায়তায় বিদ্যমান বঙ্গবন্ধু সেতুর ৩০০ মিটার উজানে স্বতন্ত্র রেলওয়ে সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং ২০১৯ সালের মধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া সরকার বাহাদুরাবাদ-ফুলছড়ি ঘাটে রেলওয়ে লাইনের সংস্থানসহ টানেল নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

অধিকন্তু ইডিসিএফ কোরিয়া'র অর্থায়নে কর্ণফুলি নদীর ওপর রেল-কাম-সড়ক সেতুও নির্মাণ করা হবে। বাংলাদেশ সরকার আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক যান চলাচলের উপযোগিতার লক্ষ্যে নতুন রেলসেতু নির্মাণ ও বিদ্যমান সেতু পুন:নির্মাণ/পুনর্বাসন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৪.২.৪ গজ ইউনিফিকেশন প্রতিবন্ধকতা: বাংলাদেশ রেলওয়ের মাস্টার প্ল্যানে গজ ইউনিফিকেশন এর (ব্রড গেজ) সংস্থান রাখা রয়েছে। অর্ন্তবর্তী ব্যবস্থা হিসেবে সরকার বিদ্যমান সকল মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েল গেজে রূপান্তরকরণ এবং সকল নতুন রেলপথ ডুয়েল গেজে নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ, আঞ্চলিক যোগাযোগ সুসংহতকরণ, অধিকতর যাত্রী সুবিধা প্রদান ও নিরাপত্তা বৃদ্ধিকল্পে এডিবি'র আর্থিক সহায়তায় ঢাকা-চট্টগ্রাম-দোহাজারী মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েল গেজে রূপান্তর করণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার পর্যায়ক্রমে সকল মিটারগেজ রেললাইনকে রূপান্তরসহ নতুন রেললাইন সমূহ ব্রডগেজ/ডুয়েলগেজ হিসেবে নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৪.২.৫ পর্যাপ্ত রোলিং স্টকের স্বল্পতা: প্রায় ৭৮% লোকোমোটিভ এবং ২৮% যাত্রীবাহী গাড়ীর অর্থনৈতিক জীবনকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, যা ট্রেনের সময়ানুবর্তীতার বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। বর্তমান এবং ভবিষ্যত চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের জরুরী ভিত্তিতে নতুন রোলিং স্টক সংগ্রহ (ক্রয়) করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ রেলওয়ে ২০১১ সাল হতে অদ্যাবধি ২০ টি মিটারগেজ ও ২৬ টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ, ২০ সেট ডিইএমইউ, ১০০ টি মিটারগেজ ও ১৭০ টি ব্রড গেজ যাত্রীবাহী গাড়ি, ১৬৫ টি ব্রডগেজ ও ৮১ টি মিটারগেজ ট্যাংক ওয়াগন এবং ২৭০ টি মিটার গেজ কন্টেইনার ওয়াগন সংগ্রহ করেছে। এছাড়া ৮০ টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ, ৪০০ টি মিটারগেজ ও ৫০ টি ব্রড গেজ যাত্রীবাহী গাড়ি, ৪ টি রিলিফ ক্রেন সংগ্রহ

এবং নতুন যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেন চালু করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের মাস্টার প্ল্যানের আওতায় কিছু সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৪.২.৬ পর্যাপ্ত জনবলের স্বল্পতা: বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়েতে মঞ্জুরীকৃত ৪০,২৬৪ জনবলের বিপরীতে শুধুমাত্র ২৬৭৪৮ জন কর্মরত রয়েছেন। ফলে, বাংলাদেশ রেলওয়ে বর্তমানে অপারেশনাল জনবল, যেমন- স্টেশন মাস্টার, লোকো মাস্টার (চালক), পোর্টার, লেভেল ক্রসিং গেইটম্যান ইত্যাদি জনবল সংকটে রয়েছে। ২০১০ সাল হতে বাংলাদেশ রেলওয়েতে ১০২৮৯ জনবল নিয়োগ করা হলেও দক্ষতার সাথে দৈনন্দিন অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্য এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ রেলওয়েতে অধিক জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার প্রকল্প কর্তৃক সুপারিশকৃত ক্যাডার কম্পোজিশন ও অন্যান্য দাপ্তরিক পুনর্গঠন অনুমোদন এবং অনুমোদিত কাঠামো মোতাবেক জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন। অধিকন্তু তাদের কার্যসক্ষমতা উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যানের আওতায় বাংলাদেশ সরকার রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমীর মানোন্নয়ন এবং অধিকতর দক্ষতা বর্ধক প্রশিক্ষণ আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৪.৩ রক্ষণাবেক্ষণ প্রতিবন্ধকতা:

৪.৩.১ আধুনিক ওয়ার্কসপ ও কারখানা স্বল্পতা: বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টকসমূহের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত ওয়ার্কসপ ও কারখানাসমূহ আধুনিকায়ন করা প্রয়োজনঃ (ক) লোকোমোটিভ রক্ষণাবেক্ষণ ওয়ার্কসপ: (১) কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানা, পার্বতীপুর; (২) ডিজেল ওয়ার্কসপ, পাহাড়তলী ও চট্টগ্রাম; (৩) ডিজেল ওয়ার্কসপ, ঢাকা; এবং (৪) ডিজেল ওয়ার্কসপ, পার্বতীপুর। (খ) ক্যারেজ ও ওয়াগন রক্ষণাবেক্ষণ ওয়ার্কসপঃ (১) ক্যারেজ ও ওয়াগন সপ, সৈয়দপুর, নীলফামারী; (২) ক্যারেজ ও ওয়াগন সপ, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। (গ) সেড ও ডিপো: ১৩টি লোকোসেড এবং ২০টি ক্যারেজ ও ওয়াগন ডিপো। (ঘ) প্ল্যান্ট/ফ্যাক্টরী: (১) কংক্রীট স্লীপার প্ল্যান্ট, ছাতক বাজার, সিলেট (মিটারগেজ কংক্রীট স্লীপার তৈরীর জন্য); (২) স্লীপার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, কাঞ্চননগর, চট্টগ্রাম (কাঠের স্লীপার ট্রিটমেন্ট করার জন্য)।

এছাড়া ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোর ডুয়েলগেজে রূপান্তরিত হচ্ছে বিধায় ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিদ্যমান ওয়ার্কসপ ও প্ল্যান্ট, নতুন লোকোসেড, ডিপো, ফুয়েলিং সুবিধা ইত্যাদি ব্রডগেজ রোলিং স্টক এর জন্য নির্মাণ করতে হবে। নতুন ডেমু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক ওয়ার্কসপ, ব্রডগেজ ও ডুয়েলগেজ কংক্রীট স্লীপার তৈরীর কারখানা, মেকানাইজড রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণ সপ ইত্যাদি নির্মাণের পরিকল্পনা বাংলাদেশ রেলওয়ের রয়েছে।

৪.৩.২ পর্যাপ্ত জনবলের ঘাটতি: বাংলাদেশ রেলওয়েতে রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়েজিত জনবল যেমন: কি-ম্যান, ওয়েম্যান, খালাসী ইত্যাদির ঘাটতি রয়েছে। যদিও ২০১০ সাল হতে ১০২৮৯ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে, তথাপি বাংলাদেশ রেলওয়েতে আরও দক্ষ জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন।

৪.৪ বাংলাদেশ রেলওয়ের আয় বৃদ্ধিঃ

৪.৪.১ কন্টেইনার পরিবহণ বৃদ্ধিঃ ০৫ আগস্ট, ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ রেলওয়েতে পৃথক কন্টেইনার ট্রেন চালু করা হয়। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের মোট কন্টেইনারের ১০% বাংলাদেশ রেলওয়ে পরিবহণ করে। বাংলাদেশ রেলওয়ের কন্টেইনার পরিবহণ বৃদ্ধি করার জন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোর ডাবল লাইনে রূপান্তর এবং ধীরাশ্রমে একটি ICD নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। পদ্মা রেল লিংক, খুলনা-মংলা রেল লিংক এবং ভাংগা-বরিশাল-পায়রা রেল লিংক নির্মাণের পর দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ব্রডগেজ ICD নির্মাণের প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে কন্টেইনার পরিবহনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির জন্য একটি পৃথক কন্টেইনার কোম্পানী গঠন করেছে।

৪.৪.২ রিফর্ম পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি নতুন ট্যারিফ কাঠামো সরকারী অনুমোদনের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। এ নতুন ট্যারিফ কাঠামো অনুযায়ী প্রতি বছর রেল ট্যারিফ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় হয়ে যাবে, যা রেলের পরিবহণ ক্ষতি/লস কমাতে সহায়তা করবে। আধুনিক ম্যানেজম্যান্ট ও অপারেশনাল পদ্ধতিসহ চলমান এবং ভবিষ্যত প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়ন পরিবহণ খাতে রেলওয়ের বিকাশেই শুধু সহায়তা করবে না, বরং দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নেও ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। রেলওয়ে তার নিজের বাজার শেয়ার পুনরুদ্ধার করে বাণিজ্য সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচন করতে সক্ষম হবে, যা রেলওয়েকে আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করবে। সরকার রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যান, ৭ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১ এর আওতাধীন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং কৌশলগত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৫.০ ভবিষ্যত উন্নয়নে উন্নয়ন অংশীদারদের ভূমিকা:

৫.১ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আওতায় গৃহীত রেলওয়ের প্রকল্প সমূহে অর্থায়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদাররা ইতোমধ্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

- **চায়না জি টু জি:** অনুমোদিত চাইনিজ কোম্পানী CREC এর সাথে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলারের বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে কাজ চলমান আছে। একই কোম্পানীর সাথে ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেস (দ্রুত গতিসম্পন্ন) রেলওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে প্রায় ৪ বিলিয়ন ইউএস ডলারের একটি নন-বাইন্ডিং সমঝোতা স্মারক স্বারিত হয়েছে এবং বর্তমানে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান আছে।

- **এডিবি:** এডিবি'র ৪.৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার অর্থায়নে ১০টি লোকোমোটিভ, ২০০টি মিটারগেজ ও ৫০টি ব্রডগেজ কোচ, ৪টি রিলিফ ক্রেন, ২টি ট্রেন ওয়াশিং প্ল্যান্ট সংগ্রহ, ঢাকা-চট্টগ্রাম-দোহাজারী করিডোর ডুয়েলগেজে রূপান্তর, দোহাজারী-কক্সবাজার রামু-গুনদুম রেল লাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং চকোরিয়া-মহেশখালী পাওয়ার হাব ও গভীর সমুদ্রবন্দর রেল সংযোগ, ধীরাশ্রম আইসিডি নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ নকশা প্রণয়নের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে।

- **জাইকা:** জাইকা'র প্রায় ১ বিলিয়ন ইউএস ডলার অর্থায়নে বঙ্গবন্ধু সেতুর সমান্তরালে যমুনা রেল সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ নকশা প্রণয়নের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে।

- **ভারতীয় LOC:** খুলনা-দর্শনা ডাবল লাইন নির্মাণ, সৈয়দপুরে একটি নতুন ক্যারেজ ওয়ার্কসপ নির্মাণ এবং পার্বতীপুর-কাউনিয়া মিটারগেজ ট্র্যাক ডুয়েলগেজে রূপান্তরের লক্ষ্যে ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিটের আওতায় প্রায় ৪৯০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

- **ইডিসিএফ:** কর্ণফুলী রেল-কাম-রোড ব্রীজ, ১৫০টি মিটারগেজ কোচ ও ২০টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ সংগ্রহ এবং ঈশ্বরদী-পার্বতীপুর সেকশনে ২০ স্টেশনের সিগন্যালিং সিস্টেম আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ইডিসিএফ এর আওতায় প্রায় ২৭৩ মিলিয়ন ইউএস ডলারের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

৫.২ নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে:

১ কর্ণফুলী নদীর ওপর কালুরঘাট সেতুর নিকটে ২য় রেল-কাম-রোড সেতু নির্মাণ।
২ কুমিল্লা-লাকসাম হয়ে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ডাবল ট্র্যাক দ্রুতগতির রেল লাইন নির্মাণ।
৩ বগুড়া হতে শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশন পর্যন্ত নতুন ডুয়েলগেজ রেল লাইন নির্মাণ।
৪ জয়দেবপুর-ঈশ্বরদী সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল রেল লাইন নির্মাণ।
৫ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১৫০ টি এমজি কোচ এবং ২০ টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ।
৬ বাংলাদেশ রেলওয়ের সৈয়দপুর ওয়ার্কসপের মধ্যে নতুন একটি ক্যারেজ নির্মাণ ওয়ার্কসপ নির্মাণ।
৭ ঈশ্বরদী-পার্বতীপুর সেকশনে ২০টি স্টেশন এবং রাজশাহী-আব্দুলপুর সেকশনে ৫টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যাবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ।
৮ আখাউড়া-সিলেট সেকশনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর।
৯ বাংলাদেশ রেলওয়ের জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ-জামালপুর সেকশনে বিদ্যমান রেললাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ।
১০ নাভারণ থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ।
১১ সাতক্ষীরা থেকে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ।
১২ টুঙ্গিপাড়া হতে ফকিরহাট ও রূপসা হয়ে মংলা পোর্ট সংযোগ রেললাইন নির্মাণ।
১৩ দর্শনা হতে ডামুরহুদা হয়ে মুজিব নগর এবং মেহেরপুর পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ।
১৪ আব্দুলপুর হতে পার্বতীপুর পর্যন্ত সিগন্যালিংসহ ব্রড গেজ ডাবল রেল লাইন নির্মাণ।
১৫ ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চট্টগ্রাম/ঢাকায় একটি ওয়ার্কসপ নির্মাণ এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামে ২টি পৃথক ডিইএমইউ ইন্সপেকশন সেড নির্মাণ।
১৬ বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের সান্তাহার-বোনাপাড়া-লালমনিরহাট সেকশনে ২৩টি স্টেশনে সিগন্যালিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ।
১৭ ট্রান্স এশিয়ান ট্রাফিক চলাচলের জন্য হার্ডিঞ্জ সেতুর শক্তিবৃদ্ধিকরণ/পুন:নির্মাণ।
১৮ ধীরাশ্রমে একটি আইসিডি নির্মাণ।
১৯ ভাঙ্গা জংশন (ফরিদপুর) হতে বরিশাল হয়ে পায়রা বন্দর পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ।

২০ ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে করিডোরে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন ব্যবস্থা প্রবর্তন।
২১ বাংলাদেশ রেলওয়ের খুলনা-দর্শনা ডাবল লাইন নির্মাণ।
২২ ৪০০টি এমজি কোচ সংগ্রহ।
২৩ কাউনিয়া-পার্বতীপুর-সৈয়দপুর সেকশনের ৭টি স্টেশনের সিগনালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থা প্রতিস্থাপন এবং আধুনিকীকরন।
২৪ বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর হতে কাউনিয়া পর্যন্ত মিটারগেজ রেলওয়ে লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর।
২৫ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৩০টি শান্টিং লোকোমোটিভ সংগ্রহ।
২৬ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৭৫টি এমজি লাগেজ ভ্যান সংগ্রহ।
২৭ রাজবাড়ীতে একটি আধুনিক রেলওয়ে ওয়ার্কসপ নির্মাণের জন্য বিশদ ডিজাইন, টেন্ডারিং সার্ভিসসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।
২৮ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২৫টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ সংগ্রহ।
২৯ ঈশ্বরদীতে একটি আইসিডি নির্মাণ।
৩০ ঢাকা শহরের চারিদিকে বৃত্তাকার রেল লাইন নির্মাণ।
৩১ ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে পাতাল রেল লাইন নির্মাণ।

৬.০ বাংলাদেশ রেলওয়ের সরকারি পরিদর্শক (জিআইবিআর):

সরকার 'রেলওয়ে আইন ১৮৯০' অনুসারে কোন ব্যক্তিকে তার নামে বা পদাধিকারে রেলপথের পরিদর্শক হিসেবে নিযুক্ত করতে পারেন। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সরকারি পরিদর্শক ট্রেন পরিচালনা ও যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চয়তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। রেলপথের এরূপ পরিদর্শকের কর্তব্য ও দায়িত্ব হবে নিম্নরূপঃ

(ক) রেলপথ পরিদর্শন করা এবং তা যাত্রী সাধারণের চলাচলের জন্য যাত্রীবাহী গাড়ি চালুর উপযুক্ত কিনা সে সম্পর্কে আইনের বিধান মোতাবেক সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করা;
(খ) নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর জন্য রেলপথ পরিদর্শন অথবা সরকারের নির্দেশ মোতাবেক অন্যান্য পরিদর্শন অথবা রেলপথে ব্যবহৃত যে কোন বিশেষ যানবাহন বা সরঞ্জামাদি পরিদর্শন করা;
(গ) রেলপথে সংঘটিত কোন দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে আইনের বিধান মোতাবেক তদন্ত করা;
(ঘ) আইনের অধীনে অথবা বলবৎ অন্য যে কোন বিধিবদ্ধ আইনের রেলপথ সম্পর্কিত বিধান মোতাবেক অর্পিত বা আরোপিত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন করা ।

৭.০ উপসংহার:

স্বাধীনতা উত্তরকালে দীর্ঘদিন রেলওয়ে সেক্টর অবহেলিত ছিল। অথচ বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে গণ পরিবহণ হিসেবে রেলওয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও পরিবেশ-বান্ধব হওয়ায় রেলওয়ের যাত্রী সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি শক্তিশালী পরিবহণ নেটওয়ার্ক হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর এবং এ লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত চলমান উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ রেলওয়ে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।